ইসলামী শরীয়াতে দাড়ির পদমর্যাদা

সংকলন: সরল পথ

সূচীপত্র

"তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের(মুক্তির) আশা করে"
(আল আহযাব ২১)

ইসলামী শরীয়াতে দাড়ির পদমর্যাদা কি ? ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত ? আর দাড়ি মুণ্ডানো জায়েয কিংবা মাকরুহ কিংবা হারাম ? অনেক লোক দাড়ি রাখাকে শুধু একটি সুন্নত বলে মনে করে। যদি কেউ রাখে তবে ভালো আর না রাখলে কোন গুনাহ নেই। এ অভিমত কতটুকু সহীহ ?

আল্লাহ মহাপবি   মহামহিম মানুষকে সুদর্শন করে তৈরি করেছেন, তিনি বলেনঃ "অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি" [সূরা তীন ৪]

"তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের(মুক্তির) আশা করে" (আল আহযাব ২১)

"আমি যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার শর্তহীন আনুগত্য করা হবে" (নিসা ৬৪)

দাড়ি মুণ্ডন করা কিংবা কর্তন (যখন এক মুঠা থেকে কম) করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কিত হাদীস সমূহঃ

- (১)হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দশটি কাজ প্রকৃতির অন্তর্গত। গোঁফ খাটো করা, দাড়ি বড় করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলো ঘষে মেজে ধৌত করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভির নিচের অবাঞ্ছিত লোম মুড়িয়ে ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা।" হাদীস বর্ণাকারী বলেন, 'দশম কাজটি আমি ভুলে গিয়েছি, তবে আমার ধারণা তা হবে 'কুলি করা'। (মুসলিম, ২,৫১১)

প্রথম হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গোঁফ কর্তন করা এবং দাড়ি লম্বা করা মানুষের সুস্থ প্রকৃতির চাহিদা। আর গোঁফ লম্বা করা এবং দাড়ি মুণ্ডন করা প্রকৃতির বিপরীত। যে ব্যক্তি এরুপ কর্ম করে সে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দেয়। কুরআন মাজীদে আছে অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহ তায়ালার সমীপে বলেছিল যে, আমি আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদেরকে হুকুম করবো যে,তারা যাতে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দেয়। তাফসীরকারদের মতে দাড়ি মুণ্ডন করাও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে পরিবর্তন করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি পুরুষোচিত মুখমণ্ডলকে প্রকৃতিগতভাবে দাড়ি দ্বারা সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করে সে শয়তানের ধোকায় পতিত হয়ে কেবল নিজ চেহারাকেই পরিবর্তন করে না; বরং নিজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দেয়।

"আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির (ফিতরা) উপর (নিজেকে দাঁড় করাও); আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোন রদবদল নেই" (আর রুম ৩০)

"(হে মুসলমানরা) যখন নবী তোমাদের ডাকে, তখন তাঁর ডাককে পারস্পরিক ডাকের মতো মনে করো না; আল্লাহ তায়ালা সেসব লোকদের ভালো করেই জানেন যারা (নিজেদের) আড়াল করে (নবীর) সামনে থেকে (নানা অজুহাতে) সরে যায়, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা উচিত, তাদের ওপর (এ বিরুদ্ধাচারণের জন্য) কোন বিপর্যয় এসে পড়বে কিংবা (পরকালে) কোনো কঠিন আযাব এসে তাদের গ্রাস করে নেবে।" (নূর ৬৩)

ফিতরা হচ্ছে সেই অবস্থা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি তাদের প্রকৃতি স্বভাব ঠিক করে দিয়েছেন, এর বাস্তবায়ন, ঝোঁক, প্রবৃত্তি এবং স্বাভাবিকভাবেই তা পছন্দ করে। এর বিপরীতে যা যায় তাকে ফিতরা ঘৃণা করে। তাই যে মানুষ ফিতরা'র বিপরীতে যায় সে তার মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং সুস্থ আচরণাবলী হারিয়ে ফেলে।

যে ব্যক্তি সঠিক ফিতরার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সে তার চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদলে যায় না, তার স্বভাব প্রকৃতির উপর স্থির থাকে এবং তা হল যা তার স্বাভাবিক শারীরিক সৌন্দর্যের অংশ নয় তাকে অপছন্দ করা। এবং তার ফিতরা হল স্বাভাবিকভাবেই তার সৃষ্ট বৈশিষ্টের উপর খুশি থাকা, এমনকি যদি কোন আসমানী কিতাবের কোন অংশ তার কাছে নাও পৌঁছে থাকে। আর যখন সেই স্বাভাবিক সুস্থ ফিতরার উপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তখন?

আস-সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফিতরার ব্যাপারে সর্বোত্তম যে ব্যাখা প্রণয়ন করা হয়েছে তা হল, এটি সেই পুরোনো সুন্নাহ যা সকল নবীগণ অনুসরণ করেছেন এবং যা নাযিলকৃত আইনের সাথে মিলে যায়, এটা নির্দেশ করে সেই অবস্থার উপর যার উপর আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেহেতু হযরতে আম্বিয়া আলাইহি সালামের প্রকৃতিই সঠিক মানবিক প্রকৃতির মাপকাঠি সেহেতু ফিতরা তথা প্রকৃতি দ্বারা মর্ম আম্বিয়া আলাইহি সালাম এর ফিতরা এবং তাদের সুন্নাত।

- (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে," তোমরা গোঁফসমূহ কর্তন কর এবং দাড়িসমূহ লম্বা কর।"(মুসলিম ২, ৫০৭)

দ্বিতীয় হাদীস শরীফে গোঁফ কাটা এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব এবং এর বিপরীত করা হারাম। কাজেই এই দৃষ্টিতেও দাড়ি সংরক্ষণ করা ওয়াজিব এবং তা মুণ্ডন করা হারাম।

- (৩)অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোঁফসমূহ কর্তন করার এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন"। (মুসলিম, ৫০৮)

- (৪)হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা গোঁফগুলো কর্তন কর এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বড় করো)। তোমরা অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর"। [(মুসলিম ২,৫১০]

তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে যে, গোঁফসমূহ কর্তন করা এবং দাড়ি সংরক্ষণ করা মুসলমানদের চিহ্ন। আর এর বিপরীত গোঁফসমূহ লম্বা করা এবং দাড়ি মুণ্ডন করা অগ্নিউপাসক ও মুশরিকদের চিহ্ন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে মুসলমানদের চিহ্ন তথা রীতিনীতি অবলম্বন করতে এবং অগ্নিউপাসকদের চিহ্ন তথা রীতিনীতির বিপরীত করতে তাকিদ করেছেন। ইসলামী রীতিনীতিকে পরিত্যাগ করে অপর কোন পথভ্রষ্ট জাতির রীতিনীতি অবলম্বন করা হারাম। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ রয়েছে,

"যে ব্যক্তি অপর কোন সম্প্রদায়ের (ধর্মীয় রীতিনীতির) সাথে সাদৃশ্যতা স্থাপন করে, সে ব্যক্তি ঐ অপর সম্প্রদায়েরই একজন বলে পরিগণিত হবে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করায় সে মুসলমানদের রীতিনীতি বর্জন করতঃ কাফিরদের রীতিনীতি অবলম্বন করে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের (ধর্মীয় রীতিনীতির) বিপরীত করতে হুকুম দিয়েছেন। কাজেই তাকে নবী করীম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাস্তির প্রতিজ্ঞার বিষয়টি ভয় করা বাঞ্ছনীয়, যাতে কিয়ামত দিবসে তার হাশরও সেই বিধর্মী সম্প্রদায়ের সাথে না হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

- (৫)হযরত যায়েদ বিন আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ ছাটবে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে।" (তিরমিযি,সহীহ)

  পঞ্চম হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গোঁফ কর্তন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে। প্রকাশ্য যে, এই হুকুমই দাড়ি মুন্ডন করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই ইহা ঐ সকল লোকদের জন্যে খুব কঠিন শাস্তির প্রতিজ্ঞা, যারা কেবল প্রবৃত্তির অভিলাষ কিংবা শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে দাড়ি মুন্ডন করায়। আর এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে স্বীয় জামাত থেকে বহিস্কারের কথা ঘোষনা দিয়েছেন। এমন কোন মুসলমান আছে কি , যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখে অথচ সে উক্ত ধমককে ভয় না করতে পারে ?

  এই পঞ্চম হাদীস শরীফ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, গোঁফ লম্বা করা, দাড়ি মুণ্ডন করানো এবং কর্তন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবীরা গুনাহের উপরেই এই ধরণের শাস্তির প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে, "এরূপকারী আমাদের দলভুক্ত নহে"।

- (৬)হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালার ভর্ৎসনা ঐ সব পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং ঐ সব মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে।" (বুখারী; ২/৮৭৪)

  ষষ্ঠ হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ঐসব পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং ঐ সব মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে।

□ দাড়ি রাখার ফযিলত

শুরুতেই তিনটি ঘটনা পর্যালোচনা করা যাক

- (১) জায়দ বিন আসলাম ,আতা ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় একজন লোক এসে হাজির হল যার মাথা এবং দাড়ি উভয়েই কামানো ছিল। আল্লাহর রাসূল (সা) হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে চলে যেতে বললেন এবং ইংগিত করলেন যেন সে চুল এবং দাড়ি গজায়। লোকটি কিছুদিন পর তাই করল এবং আবার এসে হাজির হল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যদি নোংরা মাথা নিয়ে হাজির হও তার চেয়ে কি এই অবস্থা উত্তম নয়; যেন সে একটি শয়তান (কামানো দাড়ি ও মাথার প্রতি ইংগিত করে) ?" (মালিক, বুক ৫১, হাদীস ৫১।২।৭)

- (২) **মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের একটি স্বভাব হল দাড়ি কামানোঃ** আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " পূর্বদিক হতে একদল লোক বের হবে যারা কুর'আন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের গলা দিয়ে নামবে না, এবং তারা সেভাবে দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেভাবে একটি শিকারকে বিদ্ধ করে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের অবস্থার উপর ফিরে আসবে না যতক্ষণ না তূণ হতে নিক্ষিপ্ত তীর নিজেথেকে এসে আবার তূণে (তীর রাখার বস্তু) আশ্রয় নেয় ! (যা অসম্ভব)।" সাহাবাগণ আরজ করলেন, " তাদেরকে সনাক্ত করার উপায় কি?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " তাদের চিহ্ন হচ্ছে তাদের দাড়ি কামানোর স্বভাব থাকবে।" (বুখারী,৯।৬৫১)

- (৩) **রাসুলুল্লাহ(সা) বলেছেন দাড়ি লম্বা করা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশঃ** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়ি মুণ্ডানোর গুনাহের প্রতি এমন ঘৃণা ছিল যে, কেউ দাড়ি কামানো চেহারার অধিকারী হলে তিনি তার থেকে চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেন। যখন ইরানের বাদশাহের দূত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। তখন তাদের দাড়িসমূহ মুণ্ডন করানো এবং গোঁফসমূহ লম্বা ছিল। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ইয়েমেনের শাসক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দুজন দূত পাঠলেন। এই শাসক পারস্য সম্রাট কিসরা কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। যখন লোক দুটো রাসুলুল্লাহ(সা) উপস্থিতিতে আসল, তিনি লক্ষ্য করলেন যে তারা তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে এবং লম্বা-বড় গোঁফ রেখেছে। এই কুৎসিত চেহারা দেখে তিনি তার চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, **"তোমাদের জন্য দুর্ভোগ ! কে তোমাদের এমন করতে বলেছে?"** তারা উত্তর করল, "আমাদের প্রভূ (কিসরা) বলেছে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন, **"কিন্তু আমার প্রভূ, মহান ও মহিমান্বিত যিনি, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন যেন আমি দাড়ি ছেড়ে দেই এবং গোঁফ ছেঁটে রাখি"।** [জারির আত তাবারি, ইবন সা'দ, ইবন বিশরান কর্তৃক সংরক্ষিত। আলবানী একে হাসান বলেছেন (ফিকহ উস সিরাহ, আল গাযালী পৃ ৩৫৯)]

তাই আমরা যারা দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি তারা কি নিজেদের অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখেছি? আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের মুণ্ডিত চেহারা দেখে আহতবোধ করতেন তখন আমাদের মনের অবস্থা কেমন হত? আর যদি তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতেন, "তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ, কে তোমাদের এমন করতে বলেছে?" তখন আমাদের জবাব কি হত?

কাজেই যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে। অগ্নিপূজকদের প্রভূর নির্দেশের অনুসরণ করে তাদের 'শতবার' এরূপ চিন্তা করা বাঞ্ছনীয় যে, সে কিয়ামত দিবসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কিরুপে মুখ দেখাবে ? আর যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, তোমরা স্বীয় আকৃতি পরিবর্তনের দরুণ আমাদের জামায়াত থেকে বহিস্কৃত, তাহলে শাফায়াতের আশা কার থেকে করবে ?

দাড়ি সকল নবীদের সুন্নাহ

যা উপরে ব্যাখা করা হয়েছে তা হচ্ছে সকল নবীগণের সুন্নাত । আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেন, "যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন.. " (সূরা বাকারাহ ১২৪)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি সহীহ সনদে ব্যাখা করেন, আল্লাহ তায়ালা যে সকল কালিমাত এর দ্বারা ইবরাহীম আলাইহি সালামের পরীক্ষা নিয়েছিলেন, সেগুলো ছিল ফিতরার স্বাভাবিক গুণাবলীসমূহ।

কুরআন মাজিদের সুস্পষ্ট বর্ণনা হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নবী হারুন আলাইহি সালামের দাড়ি ছিল দীর্ঘ এবং লম্বা। মূসা আলাইহি সালামের সাথে তাঁর ভাই হারুন আলাইহি সালামের কথোপকথনের উল্লেখ এভাবে এসেছে, " সে (হারুন) বলল, তিনি বললেনঃ হে আমার জননী-তনয়, আমার ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না; " (সূরা ত্বহা ৯৪)

যদি তাঁর দাড়ি মুণ্ডনকৃত হতো কিংবা খুব ছোট ছোট হত তাহলে মুসা আলাইহি সালাম তা হাত দিয়ে ধরতে পারতেন না ! সূরা আন'আমে ইবরাহীম আলাইহি সালাম ও হারুন আলাইহি সালাম সহ বেশ কয়েকজন আম্বিয়া আলাইহি সালামের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, **"এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।" (আন'আম ৯০)** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদেশ করেছিলেন তাঁর পূর্বের আম্বিয়া আলাইহি সালামের দেখানো পথের অনুসরণ করতে এবং এটা আমাদের উপরেও বর্তায়। কারণ যার অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে তাকে আদেশ করার অর্থ হল বাকি অনুসরণকারীদেরও সেই একই আদেশ করা। আল্লাহ মহামহিম আল কুর'আনে বলেন,
"তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মাঝে (অনুকরণযোগ্য) উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের(মুক্তির) আশা করে" (আল আহযাব ২১)

স্বাভাবিকভাবেই দাড়ি রাখার আদেশও এরকমই একটি আদেশ যা পূর্ণ করার জন্য নবীদেরকে এবং তাদের উম্মতকে আদেশ করা হয়েছে। এ হিসেবে মর্মার্থ এই হবে যে, গোঁফসমূহ কর্তন করা এবং দাড়ি লম্বা করা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর সম্মত সুন্নাত। আর তাঁরা সেই পবিত্র জামায়াত যাদের অনুকরণের জন্য আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (তথা উম্মতকে) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, **"এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পথ প্রদর্শন করেছিলেন। কাজেই আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।" (সূরা আনআম-৯০)**

এই জন্যেই যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করে সে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর প্রকৃতির বিরোধীতা করে। উক্ত হাদীস শরীফে যেন সতর্ক করা হয়েছে যে, দাড়ি মুণ্ডন করা তিনটি গুনাহের সমষ্টি।

- মানবিক প্রকৃতির বিপরীত করা
- শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা
- আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর বিরোধিতা

অতএব, সহজেই বোঝা গেল দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম ।

পৌরুষ

আল্লাহ নারী-পুরুষকে সুন্দরতম আকৃতি দান করেছেন এবং উভয়ের মাঝেই সৌন্দর্যোপরকণ হিসেবে চুল দান করেছেন সমানভাবে, কিছুক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে , যেমন দাড়ি এবং গোঁফ। নারী পুরুষের পোশাক দান করার পর বাহ্যিকভাবে তাদেরকে আলাদা করার জন্য এই পার্থক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পুরুষের জন্য নারীদের পোশাক পরিধানের চেয়েও অধিক লজ্জাকর হল দাড়ি কামিয়ে ফেলা, কারণ সুন্দরভাবে ভদ্র শালীন পোশাকে সুসজ্জিত হবার পর বাহ্যিক যে পার্থক্য সর্বপ্রথমে ফুটে উঠে তা হল মুখাবয়ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকারী, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই তিনি নারী ও পুরুষকে সেই সকল সৌন্দর্যপকরণ দান করেছেন যা কিনা তাদের স্বভাবগত প্রকৃতি তথা ফিতরা'র সাথে মানানসই।

ইসলাম নারীদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে যা তাদের সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক অপরদিকে পুরষদের জন্যে তা হারাম করেছে কেননা তা পৌরুষের সাথে বেমানান। অনুরূপ, কোন নারীর জন্য এটা সুদর্শনীয় নয় যে তার গোঁফ কিংবা দাড়ি থাকবে। এটা তার সম্মান, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের হানি ঘটায় যা পুরুষের বিপরীত।

পরম করুণাময়ের বান্দাগণের একটি দুয়া হল, "তুমি আমাদের পরহেযগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও" (আল ফুরকান ৭৪)

কিছু আলেমগণ উক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলেছেন, "আমাদের পূর্বসূরীদের (যারা ছিল তাকওয়া অবলম্বনকারী) তাদের অনুসারী বানাও যাতে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ভালো দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারি।" এমন কোন একটিও বর্ণনা নেই যেখানে সালফে সালেহীনগণের(সাহাবাগণ, তাবেয়ীগণ এবং যারা সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন) একজনও নেই যিনি তাঁর দাড়ি কামিয়েছেন, কেননা এই কাজটি একটি হারাম কাজ। যদি এটি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে তারাই সর্বাগ্রে তা সম্পাদন করতেন ! কেননা, এমন কোন ভাল কাজ

নেই যা করতে তারা একে অন্যের আগে প্রতিযোগিতা করেননি। 'মারাতিবুল ইজমা' নামক গ্রন্থে ইমাম ইবন হাজম রাহিলাহুল্লাহ বলেন, "তারা (সালফে সালেহীনগণ) একমত হয়েছেন যে, পুরো দাড়ি কামিয়ে ফেলা হচ্ছে মুথলা (আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো) (ফলে) এর অনুমতি নেই।"

সৌন্দর্য ও সম্মান

- আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এবং নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি...।" (ইসরা ৭০)
- কিছু তাফসীরকার বলেন, "সম্মানিত করার একটি রূপ হলো আদম সন্তানদেরকে সর্বোত্তম ও সুন্দরতম গঠনে অবয়ব দান করা হয়েছে।" অনুরুপ বলেছেন অনেকে, পুরুষদের দাড়ি এবং নারীদের কেশগুচ্ছ হচ্ছে সম্মানিত করার উদাহরণস্বরুপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহামহিম বলেন, "আমাদের সিবগাহ(দীন) হল আল্লাহর সিবগাহ (ইসলাম) এবং কোন সিবগাহ(ধর্ম) আছে যা আল্লাহর দীনের থেকে উত্তম ...?" (বাকারাহ ১৮৮) এই সিবগাহ হচ্ছে ইসলাম, এবং মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতি বা ফিতরা যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এমনটাই মন পেশ করেছেন অধিকাংশ মুফাসসির।

- আল্লাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা আরো বলেন, "অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি" [সূরা তীন ৪]

- "হে মানুষ, কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে রাখলো?
- যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাকে সোজা সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস্য করেছেন,
- তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আংগিকেই তোমাকে গঠন করেছেন" (ইনফিতার ৬-৮)

- "আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টির শৈল্পিক নিপূণতা।" (নামল ৮৮)

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিই পরিপূর্ণরূপে সুন্দর"। [১]

দাড়ি বড় থাকা রোগমুক্তির সহায়ক

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ একথা প্রমাণিত যে, পুরুষের মুখে দাড়ির বৃদ্ধি টেস্টোসটেরন নামক একটি পুং হরমোন নিঃসরণের অন্যতম সহায়ক। এই হরমোনের ঘাটতি হলে অনেকের (আর রুজুলাহ) বা (demasculinization) জনিত নানাবিধ রোগ দেখা দেয়, যা দাড়ি কামানোর ফলে হয়ে থাকে। যদি এই হরমোন কোন নারীদেহে প্রবেশ করানো হয় তবে তার নারীসুলভ আচরণের পরিবর্তন ঘটে থাকে। দেখা দেয় Istirjaal (Virilization or Masculinization)। এই লক্ষণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রকট হল ash-Sha'raaniyeeyah বা (Hirsuitism)। এর ফলে দেহের যেখানে স্বাভাবিকভাবে কোন চুল বা লোম গজায় না সেসব স্থানে তখন চুল বা লোম গজাতে করে।

দাড়ির মূল্য সম্পর্কিত একটি ঘটনা। বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে দাড়ি ক্রয় !

আনসারগণ কায়েস বিন সা'দ সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করে বলতেন, " গোত্র প্রধান কায়েস কত মহান ! তিনি একজন বীর ও সম্মানিত ব্যক্তি ! কিন্তু তার কোন দাড়ি নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি দিরহামের বিনিময়ে দাড়ি ক্রয় করা সম্ভব হত, আমরা তার পৌরুষকে পূর্ণ করার জন্যে তাই করতাম।"

প্রখ্যাত তাবেঈ আহনাফ বিন কায়স একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে খোঁড়া ও এক চোখ অন্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর দাড়ি উঠে নি। তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের নেতা। লোকরা বলল, "বিশ হাজার দীনার খরচ করেও যদি যদি দাড়ী কিনে পাওয়া যেত তবে আমরা তাঁর জন্য তা খরিদ করতাম।" কি আশ্চর্য! লোকেরা তাঁর পা বা চোখের ত্রুটিকে ত্রুটি মনে করল না। কিন্তু তারা দাড়ি না থাকাটাকে অপছন্দ করল। কেননা তাঁরা দাড়িকে মনে রতেন পৌরুষত্বের পরিচয়, মুসলিমের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার প্রতীক।

পরিহাসের বিষয় যেখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুসলিমগণ তাদের দাড়ি না থাকাকে ব্যক্তিত্বের হানি বলে জ্ঞান করতেন এবং যেকোন মূল্যে হলেও তা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতেন সেখানে আজকে বর্তমান যুগে মানুষ টাকা পয়সা খরচ করছে দাড়ি মুণ্ডন করার পিছনে ! এভাবেই শয়তানের ধোঁকায় মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে চালিত করুন, আমিন।

দাড়ি কামানো হারাম এবং কবীরা গুনাহ

- ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, দাড়ী মুন্ডন করা হারাম।
- ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, দাড়ী মুন্ডন, উঠানো বা কর্তন করা কোনটাই জায়েয নয়।
- শায়খ বিন বায (রঃ) বলেন, দাড়ীকে সংরক্ষণ করা, পরিপূর্ণ রাখা ও তা ছেড়ে দেয়া ফরয। এই ফরযের প্রতি অবহেলা করা জায়েয নয়।
- শাইখ ইবনে উসাইমীন (রঃ) বলেন, দাড়ী রাখা ওয়াজিব, উহা মুন্ডন করা হারাম বা কাবীরা গুনাহ।

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, "আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা (আলেমগণের ঐকমত) হচ্ছে মুসলিমগণ কুফফারদের হতে সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র হবে এবং তাদের অনুকরণ করবে না, কেননা তাদের তাদের বাহ্যিক অনুরকণও একসময় আমাদেরকে তাদের বদ অভ্যাস এবং কুকর্ম করতে বাধ্য করে, এমনকি তারা যা বিশ্বাস করে তাও বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে; তাই আমাদের অন্তর থেকে তাদের প্রতি বাৎসল্য দূর করতে হবে, কারণ তাদের প্রতি যদি কোন বাৎসল্য অন্তরে লুকানো থাকে তাহলে তার প্রকাশ ঘটে বাহ্যিকভাবে তাদের অনুকরণ অনুসরণের মাধ্যমে।" আল তিরমিযি হতে উল্লেখিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের অনুকরণ করে। ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করো না।" আরেকটি বর্ণনামতে, "যে যাকে অনুকরণ করে সে তাদের অন্তর্গত।" (আহমাদ)

- উমর ইবন আল খাত্তাব সেই লোকের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না যে তার দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। ইমাম ইবন আবদ আল বার 'আল তাহমিদ' গ্রন্থে বলেন, "দাড়ি কামানো হারাম। এবং এই কাজ সেই লোক ছাড়া আর কেউ করে না যে কিনা মেয়েলি স্বভাবের।"

তাই হে দাড়ি মুণ্ডনকারী, উলামাগণের মতে আপনি একজন মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ ! উপরন্তু , উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আবি ইয়ালা প্রমুখ সেই ব্যক্তির থেকে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না যে তার দাড়ি কামিয়ে ফেলে। কাজেই হে দাড়ি কামানো ব্যক্তি, ইসলামে আপনার কোন সাক্ষ্য গ্রহণ নেই, আপনি একজন অবিশ্বস্ত লোক !

এই সকল শরয়ী দলিল প্রমাণাদির পরিপ্রেক্ষিতে উম্মতের ফকীহগণ ঐক্যমত হয়েছেন যে, **দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব এবং ইহা ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং ইহা মুণ্ডন কিংবা কর্তন করানো(যখন শরয়ী পরিমাণ থেকে কম করানো হয় তখন) হারাম এবং কবীরা গুনাহ**, যার উপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই হারাম কর্ম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

রাসূলুল্লাহ্(সাঃ)এর নির্দেশ ওয়াজিব বা আবশ্যকতার দাবী রাখে :

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়। " (সূরা আহযাব ৩৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সীগায়ে আমর তথা আদেশমূলক বচন দ্বারা উভয়টি হুকুম করেছেন। আর আমর তথা আদেশ বস্তুত কাজকে ওয়াজিব করার জন্যে হয়ে থাকে। এথেকে বুঝা গেল যে, উভয় হুকুমই ওয়াজিব। আর ওয়াজিব পরিত্যাগ করা হারাম। সুতরাং দাড়ি মুণ্ডন করানো এবং গোঁফ লম্বা করা উভয় কর্মই হারাম।

এথেকে আরো বিস্তারিত অপর হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ কর্তন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে।" (আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযি)। যখন এ কর্ম গুনাহ বলে প্রমাণিত হল, তখন যে ব্যক্তি এ কর্ম বারবার করতে থাকে এবং একে পছন্দ করে, আর দাড়ি লম্বা করাকে কলংক মনে করে বরং দাড়িওয়ালাগণের প্রতি বিদ্রুপ করে এবং এর ব্যংগ করে; এসকল কর্ম সম্পাদনকারীদের ঈমান নিরাপদ থাকা খুবই কঠিন। কাজেই তাদের জন্য ওয়াজিব যে, স্বীয় এ চলচ্ছক্তি থেকে তাওবা করা এবং ঈমান নবায়ন করা এবং নিজেদের আকৃতিকে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবেক বানিয়ে নেয়া।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি কেমন ছিল ?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি খুব ঘন ছিল (মুসলিম, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত)।

আবু মা'মর হতে বর্ণিত , আমি খাব্বার বিন আল-আরত এর কাছে জানতে চাইলাম নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি যুহর এবং আসর সালাতে (যখন জামাতে নীরবে তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে) কুর'আন তিলাওয়াত করেন? তিনি হ্যাঁ বোধক উত্তর করলেন। আমি বললাম, "আপনি কিভাবে তা নিশ্চিত হলেন?" তিনি বলেন," তাঁর দাড়ির নড়াচড়া থেকে" । (বুখারী, খণ্ড ১, অধ্যায় ১২, হাদীস নং ৭২৮)

যদি রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি ছোট করে কামানো থাকত তাহলে কিভাবে তা বোঝা সম্ভবপর হতো ?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি ঘন ও বিস্তৃত ছিল। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবীজীর দাড়ি এখান থেকে এ পর্যন্ত পূর্ণ ছিল (নবীজীর চেহারা)" তিনি তাঁর হাত দিয়ে চিবুক পর্যন্ত ইশারা করে দেখান।

সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম যোহর ও আসর সালাতে যখন নীরবে ক্বেরাত পাঠ করা হয় তখন যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বেরাত পাঠ করতেন তা বুঝতে পারতেন, "তাঁর দাড়ির নড়াচড়া থেকে"। [২]

দাড়ি কামিয়ে ফেলার ফলে যে সকল গুনাহের দ্বার খুলে যায়

অবাধ্যতা

- আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, **"আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর তাদের সে ব্যাপারে নিজেদের কোনো রকম এখতিয়ার থাকবে না - (যে তারা তাতে কোনো রদবদল করবে); যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, সে নিসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।"** (আল-আহযাব ৩৬)
- **"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"** (সূরা জ্বিন ২৩)
- **"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং সে যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।"** (হাশর ৭)
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আর **আমি যাকিছু নিষেধ করেছি তা থেকে বেঁচে থাকো"** [৩]
- হযরত আমর ইবন শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "**বার্ধক্যে (সাদাচুলকে) উপড়ে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের দিন মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা হবে**"। (তিরমিযি, আবু দাউদ, রিয়াদুস সালেহিন ১৬৪৬)
- **"যে আমার সুন্নাহর বিরাগভাজন হয়, তার আমার সাথে কোন লেনদেন নেই।"** (বুখারী, ৪৬৭৫)

দাড়ি কিংবা মাথা থেকে চুল উপড়ে ফেলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, যে তার দাড়ি কামিয়ে ফেলে সে কালো কিংবা সাদা উভয় প্রকার চুলের বৃদ্ধিকেই অপছন্দ করে থাকে,অথচ সাদা দাড়িকে কিয়ামতের দিন মুসলমানের জন্য নূর হিসেবে বলা হয়েছে। ইমাম গাযযালী এবং ইমাম নওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) উভয়ে বলেছেন, "যখন দাড়ি গজাতে করে তখন তা উপড়ে ফেলা হল মুরদ'দের [৪] সাথে সাদৃশ্য এবং একটি বড় মুনকারাত(মন্দ কাজ)"

ঔদ্ধত্য ও হেদায়েতের পথ হারিয়ে ফেলা

- সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, "যে **লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি"**। (নিসা ৮০)
- যেহেতু রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ (আদেশ, কাজ এবং গুণগতভাবে) বলছে দাড়ি বড় করার কথা, সেহেতু এটা কামিয়ে ফেলা হচ্ছে তাঁর সম্মানিত সুন্নাহ তথা জীবনাচরণের প্রতি একটি চরম অপমান। তিনি বলেছেন, **"যে আমার সুন্নাহর বিরাগভাজন হয় সে আমার দলভুক্ত নয়"**। (মুসলিম, ৩২৩৬; বুখারী, আহমদ, নাসায়ী)
- **"যে কেহ এমন আমল করবে যা করতে আমরা নির্দেশ দেইনি , তা প্রত্যাখ্যাত।"** (মুসলিম)

আমাদেরকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি নি'মা (নিয়ামত) এবং মর্যাদা। নিঃসন্দেহে দাড়ি কামানো সেই নিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যেই আল্লাহর রাসূল(সা) এর দেখানো পথ সর্বোত্তম পথ, সেই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াও বটে। এটা আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের মতো স্তরেও নামিয়ে দেয় যাদের কাছে তাদের বদ কর্মগুলো সুশোভিত হয়ে দেখা দেয়; এভাবেই তাদের বিকৃত স্বভাব-প্রকৃতি আজকে তাদের বোধশক্তির এতটাই বিলোপ ঘটিয়েছে যে, তারা আজ বলছে, সভ্যতার অগ্রগতি ও অবস্থা অনুধাবনের জন্যে নারী পুরুষের বড় বাহ্যিক পার্থক্যগুলো (উদাহরণ স্বরুপ; দাড়ি) দূরীকরণ আবশ্যক !

আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন-বিকৃতি ঘটানো

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। " (রুম ৩০)
উক্ত আয়াতের তাফসীরে 'খালক' শব্দটি দ্বারা মানুষের ফিতরাহ তথা স্বাভাবিক স্বভাব প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

ফিতরাগত বৈশিষ্টের পরিবর্তন সাধন হল শয়তানের অনুসরণ এবং পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অবাধ্যতা। শয়তানের এই চক্রান্ত উন্মোচন করে দিয়ে আল্লাহ বলেন,
"শয়তান বললঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব।
তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং
তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব।
যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। " (নিসা ১১৮-১১৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে বলেছেন, "আল্লাহ যেসব নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা উল্কি অঙ্কন করে এবং নিজেদের শরীরেও উল্কি আঁকে, এবং সেই সকল নারীদের যারা নিজেদের কামায় এবং যারা নিজেদের দাঁতের মাঝে কৃত্রিমভাবে ফাঁক বৃদ্ধি করে যাতে তাদেরকে দেখতে সুন্দর দেখায়, তারা আল্লাহর সৃষ্টির উপর নিজেরা পরিবর্তন সাধন করে।" [৫]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি এই অভিশাপের কারণ ব্যাখা করে বলেন, "আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করা"। এই অভিশাপ থেকেই   হয়ে যায় যে, আল্লাহর সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের পরিবর্তন নিষিদ্ধ। কাজেই যে তথাকথিত "সৌন্দর্য বর্ধন" এর জন্য তার দাড়ি কামিয়ে ফেলে সে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করে, সুবহানাল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা তাঁরই যিনি সব ভুল ত্রুটির ঊর্ধে এবং যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন নিখুঁতভাবে।

দাড়ি কামানো 'আন-নামাস'র অন্তর্গত, যা হলো আরও বেশি 'সুন্দর' হবার জন্যে মুখমণ্ডল থেকে চুল কিংবা মহিলাদের চোখের   উপড়ে ফেলা । পুরুষদের জন্যে যা অধিকতর কুৎসিত।

অবিশ্বাসীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ

আল্লাহ মহামহিম তাঁর কালামে বলেছেন, "এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। " (আল কুর'আন ৪৫:১৮) [৬]

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাদের থেকে পৃথক হবার কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর রাসুলের আদেশের অনুসরণ করে না। তাদের খেয়াল খুশির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাদের বাহ্যিক চেহারা-সাজ পোশাক এবং তারা তাদের বাতিল জীবনাচরণের থেকে যা অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই তাদের খেয়াল খুশির সাথে একমত পোষণ তাদের মিথ্যা বাতিল পথ অনুসরণেরই নামান্তর। আমাদের প্রতি আদেশ হল তাদের থেকে পৃথক হবার।

আল্লাহ পাক বলেন, "যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (হাশর ১৬)

এই আয়াতে: "তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল", বিজাতিদের অনুকরণের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা। ইবন কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন: "এ কারণেই আল্লাহ মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন তাদের (অবিশ্বাসীদের) অনুকরণ করতে"।

কুর'আনের শিক্ষা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাকিছু নাযিল হয়েছে তার অন্যতম শিক্ষা হল মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রক্ষা করা। একারণেই আমাদের কথা, কর্ম, ইচ্ছা বাসন ইত্যাদি এবং শরীয়তের বিষয়াদি পর্যন্ত যেমন সালাত, জানাযা, সাওম, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, পোশাক, চাল চলন, আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করার জন্যে আল্লাহর রাসূল বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এরপরেও যারা মুসলমানদের জাতিয় বৈশিষ্ট ত্যাগ করে অন্যদের অনুসরণ অনুকরণ করে তাদের প্রতি তিনি বলেছেন, "যে আমাদের সুন্নাহ পরিত্যাগ করে অন্যদের সুন্নাহ অনুসরণ করে সে আমাদের মধ্য হতে কেউ নয়।" [৭]

মদীনার ইহুদীরা এই উদ্দেশ্যগুলো বুঝতে পেরেছিল এবং অনুধাবন করেছিলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে সকল বিষয়ে আলাদা হতে যাচ্ছেন এমনকি একেবারে ব্যক্তিগত কোন বিষয়েও। তারা মন্তব্য করেছিলো, "আমরা যা করি তার কোন কিছুরই বিরোধীতা না করে এই লোকটি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ছাড়বে না।" [৮]

হাসান আল বাসরী বলেন, " এমন ঘটনা খুব বিরল যে কেউ কাউকে অনুকরণ করে অথচ সে তার অনুসরণ করে না (ইহকাল এবং পরকালে)।"

সম্মানিত আনসারদের থেকে কয়েকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, " হে আল্লাহর রাসূল ! আহলে কিতাবীরা তাদের দাড়ি কামিয়ে ফেলে এবং গোঁফ লম্বা করে।" জবাবে তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের গোঁফ ছাট এবং দাড়ি ছেড়ে দাও এবং আহলে কিতাবিদের সাথে বৈসাদৃশ্য গ্রহণ কর।"

তিনি আরও বলেন,"তোমরা গোঁফগুলো কর্তন কর এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বড় করো)। তোমরা অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর"। [(মুসলিম ২,৫১০]

আরেকটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "গোঁফ ছোট কর (জুযযু) , আর দাড়ি বাড়তে দাও, এবং মেজিয়ান(পৌত্তলিক)দের বিপরীত কর।" (মুসলিম)

জুযযু (সর্বোচ্চ পরিমাণ) গোঁফ কামানো। শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন, "ছেটে ফেলার অর্থ যাকিছু উপরের ঠোটের উপরে ছড়িয়ে থাকে, এবং সম্পূর্ণ গোঁফ কামিয়ে ফেলা নয়, কারণ এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তবিক এবং সুনিশ্চিত সুন্নাহর বিরুদ্ধাচারণ।" একারণেই যখন ইমাম মালিক(রাহিমাহুল্লাহ) এর কাছে যারা গোঁফ কামিয়ে ফেলে তাদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি বলেন, "আমি মনে করি সে একটি কষ্টকর যুলুম করল"। গোঁফ কামিয়ে ফেলা সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "এটি একটি বিদআত (ধর্মের নামে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়) যা লোকেদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে।" (আল বায়হাকী, ১: ১৫১, আরও ফাতহুল বারী ১০: ২৮৫-২৮৬)

আল-কুথা, তীরের শেষভাগের পালকগুচ্ছ। 'আল-কুথাতি বিল কুথালি', পালকগুচ্ছ সেদিকেই যায় যেদিকে তীর ছুটে যায়। এই উপমার সাহায্যে অমুসলিমদের কাজকর্মের অন্ধ অনুকরণ অনুসরণের কথা বোঝানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহ এই উপমার সাথে আরেকটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্বভাবের অনুসরণ করবে, প্রতি পদে পদে, এমনকি তারা যদি কোন ধাব(গুইসাপের গর্ত) এও প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাই করবে।" আমরা (সাহাবাগণ) জানতে চাইলাম, "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি ইহুদী ও নাসারাদের অনুকরণের কথা বলছেন?" তিনি বললেন, "নয়তো কারা?" (বুখারী, মুসলিম)

কেন কুফফারদের থেকে আলাদা বৈশিষ্টের হতে হবে?

আচার আচরণ এবং সাজ পোশাক হচ্ছে এমন কিছু বিষয় যা নিয়তের উপর অনির্ভরশীল। যে অন্যদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আচরণ করে সে নিজেই তাদের সাথে নিজের আচরণকে মিলিয়ে নেয়, যদিও তার নিয়ত নাও থেকে থাকে। যদিওবা তার কোন উদ্দেশ্য না থেকে থাকে তবুও সে অনুকরণের দোষে হলে এর আনুষঙ্গিক প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনির্দিষ্টভাবে কিছু কাজকে নিষেধ করে গেছেন যদিও তার পিছনে কোন নিয়ত বা উদ্দেশ্য নাও থেকে থাকে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুকরণের জন্য অনুকরণ নাও করা হয়। নির্দোষভাবেও এরূপ অনুকরণ করা নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ; তিনি সূর্যোদয়ের সময়, মধ্যাহ্নে এবং সূর্য ডোবার সময়ে সালাহ আদায়ে নিষেধ করেছেন, কারণ এই সময় গুলোতে মুশরিকরা সূর্যকে সিজদাহ করে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো করেই জানতেন মুসলিমরা সালাহ সূর্যকে উদ্দেশ্য করে নয়, আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে আদায় করে থাকে। তবুও তিনি নিষেধ করেছেন এবং বিজাতি কুফফারদের থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ আচরণ এবং একইভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ আচরণকে নিষিদ্ধ করে গেছেন। এর কারণ কোন মানুষ অনুকরণের দোষে হলে, এক সময় সে যাকে অনুকরণ করে থাকে তার আনুষঙ্গিক কুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে দাড়ি রাখার প্রচলন

ওহী নাযিলের পূর্বে কিংবা পরেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার আরব মুশরিকদের লম্বা দাড়ি ছিল (সহীহ মুসলিম , হাদীস ১৮০০-আরবী) কারণ আরবরা তাদের সৌন্দর্য শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারার কোন বিকৃতি সাধন করেনি। বস্তুত, ইসলামে মুশরিকদের এই সৌন্দর্যকে স্বীকার করেছে। আরব মুশরিকরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম আলাইহি সালামের সুন্নাহ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া একটি জাতি, কিন্তু তখনও তাদের মাঝে এই সুন্নাহটি চালু ছিল । সময়ের সাথে সাথে ইসলামের অন্যান্য মূল বিষয় থেকে সরে আসলেও এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর সুন্নাহ থেকে আরব মুশরিকরা পর্যন্ত সরে আসেনি।

পশ্চিমারাও তাদের দাড়ি লম্বা করত যতক্ষণ না সপ্তদশ শতকে রাশিয়ার শাসক পিটার, দাড়ি কামানোর চল ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময়কার কিংবা তার পূর্বেকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিজ্ঞানী, গবেষক, সভাসদ ও অন্যান্যদের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য কিংবা প্রতিকৃতিতে আজও তার প্রমাণ মেলে। অধিকাংশই শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিলেন।

পরবর্তীতে, মুসলিমদের মাঝেও পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণের কারণে দাড়ি কামানোর এই কু-রীতিটির ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

রাসুলুল্লাহর সময়কার মুশরিকদেরও দাড়ি ছিল, কিন্তু তাঁরা গোঁফ কামাতো না। মুসলিমরা তাদের থেকে আলাদা হলেন, মুসলিমরা ঠোটের উপরের গোঁফ ছাঁটতেন এবং দাড়ি ছেড়ে দিলেন, যেখানে মুশরিকরা তাদের দাড়ি ছোট করে রাখত সেখানে মুসলিমরা তাদের দাড়ি ছেড়ে দিলেন। এভাবেই সত্যানুসারীরা তাদের থেকে আলাদা হলেন যারা শিরকে লিপ্ত এবং পথভ্রষ্ট।

আবু শামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "কিছু লোক দাড়ি কামানো করল, এবং এটা তো মেজিয়ানদের (একটি মুশরিক সম্প্রদায়) থেকেও নিকৃষ্ট কারণ তারা তো কেবল দাড়ি ছোট করা করেছিল! "

টীকাঃ এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন, কিছু মুশরিকেরা দাড়ি রাখছে একারণে আমাদের মুসলিমদের দাড়ি কামিয়ে ফেলার মাধ্যমে তাদের থেকে আলাদা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ;

- প্রথমত, তাদের স্বাভাবিক এবং অধিকাংশের অবস্থা হল, তারা দাড়ি কামিয়ে ফেলে এবং দাড়ি কামানোর বিষয়টি তাদের থেকেই উদ্ভাবিত একটি বিষয়।
- দ্বিতীয়ত, যে মুশরিকরা একারণে দাড়ি রাখছে যে এটা হচ্ছে পৌরুষ, অথবা তারা নবীদের অনুসরণের কারণে এটা করছে; তাহলে বুঝতে হবে তাদের এই ফিতরাগত ব্যাপারটি সুস্থ-স্বাভাবিক রয়েছে কারণ এই ব্যাপারে আমাদের শরীয়ার সাথে তাদের শরীয়া একমত হয়েছে। কিন্তু এরপরেও তাদের থেকে আমাদের আলাদা বৈশিষ্ট প্রকাশিত হয়েছে ঠোটের উপরের গোঁফ ছেটে ফেলার মাধ্যমে। হযরত যায়েদ বিন আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গোঁফ ছাটবে না সে আমাদের দলভুক্ত নহে।" (তিরমিযি,সহীহ) [৯]

বর্তমান কুফফারদেরও অনেকে দাড়ি রাখে (যেমন ইহুদী, শিখ) যখন অন্যরা তা কামিয়ে ফেলে। যেটাই হোক, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যারা দাড়ি কামিয়ে ফেলে তাদের বিপরীত করতে যারা দাড়ি বড় করে তাদের বিপরীত করতে নয়। যদি অন্ধভাবে কুফফারদের বিপরীত আচরণ করার কথা বোঝানো হত তাহলে 'খাতনা' করাও রহিত হয়ে যেত কেননা ইহুদীরাও 'খাতনা' করে।

- তৃতীয়ত, বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম যারা দাড়ি কামিয়ে ফেলছে তারা এটা একারণে করছে না যে তারা মুশরিকদের বিপরীত করছে যদিও মুশরিকদের রীতি এবং নারী-পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য গ্রহণের বিপরীতে কুর'আন ও সুন্নাহর শক্ত অবস্থান রয়েছে। উপরন্তু, সুন্নাহ ফিতরাহর উপর প্রতিষ্ঠিত যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়। এটা এর উপরেও নির্ভরশীল নয় যে, কিছু মানুষ এর থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। কাজেই, এটা ঠিক নয় যে আমরা অবিশ্বাসীদের সাথে বৈসাদৃশ্য গ্রহণের নাম করে আল্লাহর আইনের বিপরীতে করব।

নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা

বুখারী, আবু দাউদ,তিরমিযি ,নাসায়ী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালার ভর্ৎসনা ঐ সব পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং ঐ সব মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে।" (বুখারী; ২/৮৭৪)

হযরত নাফে' রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর হযরত যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর কাছে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক মহিলা ঘাড়ে ধনুক বহন করে মেষ পাল তাড়াতে তাড়াতে এগিয়ে এল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে জিজ্ঞেস করলেন; "তুমি পুরুষ না মহিলা? সে বলল; "মহিলা"। তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের দিকে তাকালে তিনি বললেন; আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীর পবিত্র মুখ দিয়ে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে এবং মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।

কোন সন্দেহ নেই, একজন নারীর ধনুক বহনের ফলে যদি পুরুষের অনুকরণ করা হয়ে থাকে তবে একজন পুরুষের পক্ষে দাড়ি কামিয়ে ফেলাটা আরো অধিক পরিমাণে নারীদের সাথে সাদৃশ্য বহন করে। একজন নারী যদি নকল দাড়ি লাগায় তাহলে যেমন তাকে পুরুষ বলে মনে হত তেমনি একজন পুরুষ যদি স্বীয় সৌন্দর্য ও দাড়ি কামিয়ে ফেলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তবে তাকে তার বাহ্যিক চেহারার কথা বাদ দিলেও তার মানসিকতার কারণেই তাকে মেয়ে বলে অনেকেরই ভুল হতে পারে।

আরো উল্লেখ্য, পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণও এর আওতাভুক্ত। নারী যখন পুরুষের মত আঁটসাঁট, পাতলা ও শরীরের আবরণযোগ্য অংশ অনাবৃত থাকে এমন পোশাক পরিধান করে, তখন সে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং অভিসম্পাতের যোগ্য হয়।

আপনি যদি একজন সাধারণ আহলে সুন্নাহ'র অনুসারী মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন, "দাড়িবিহীন চেহারার পুরুষের সাথে কাদের মিল বেশি?" সে উত্তর করবে, "মহিলা, নাবালক অথবা ইহুদী, খৃষ্টান"। আলেমগণ এই মিলকে বলেছেন 'আত-তাখান্নুথ' (effeminateness)। বিখ্যাত আলেম ইবন আবদুল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দাড়ি কামানো হারাম, শুধুমাত্র মেয়েলি স্বভাবজাত পুরুষেরাই তা করতে পারে।"

অঙ্গহানির অপরাধ (act of mutilation)

ইমাম আহমাদ, আস-সাওরি এবং আবু হানিফা একমত পোষণ করে বলেন যে, যদি কারো দাড়ি মুণ্ডন করে দেয়া হয় হয় তবে এটি একটি অঙ্গহানির অপরাধ এবং সে ব্যক্তিকে পূর্ণ 'দিয়াহ' অথবা 'রক্ত মূল্য' পরিশোধ করতে হবে যেমনিভাবে বাদীকে তার চোখ কিংবা হাত হারানোর জন্যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'রক্ত মূল্য' দেয়া হয়।

ইমাম বুখারী হতে বর্ণিত , "নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকাতি এবং জোর জবরদস্তি করে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া এবং অঙ্গহানিকে নিষেধ করেছেন"

ইবন হাজম বলেন, "তারা (মুসলিম আলেমগণ) একমত যে, দাড়ি কামানো একটি অঙ্গহানি, যা হারাম।" উপরন্তু, দাড়ি কামানো হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা এবং তা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে আমাকে মান্য করল সে আল্লাহকে মান্য করল, আর যে আমাকে অমান্য করল সে আল্লাহকে অমান্য করেছে।" (বুখারী)

ইবনে তাইমিয়া, একজন বিখ্যাত মুজাদ্দিদ (পুণর্জাগরণকারী), আলেম এবং মুজাহিদ, তিনি বলেন, "দাড়ি কামানো হারাম- কোনো আলেম দাড়ি কামানোর অনুমোদন করেনি।"

এ সম্পর্কে আমাদের এই আয়াতটি স্মরণ করা উচিত যেখানে আল্লাহ, মহাপবিত্র ও মহামহিম বলেন, "আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি তাকে এজন্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার শর্তহীন আনুগত্য করা হবে।"(নিসা ৬৪)

[১০] দাড়ি লম্বা করার এই আদেশটির মর্যাদা এতটাই ছিল যে, দীন ইসলামের সবচেয়ে বড় আলেমগণ ইমাম আবু হানিফা, আহমাদ, আস-সাওরি বলেছেন, "যদি কারো দাড়ি 'আক্রান্ত' হয় পুরোপুরি মুণ্ডন করার দ্বারা, এবং তা আর বেড়ে না উঠে, তাহলে দুষ্কৃতকারীকে এর পূর্ণ মূল্য (দিয়াহ) দিতে হবে, যেন সে দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।" ইবন আল মুফলিহ (রাহিমাহুল্লাহ) ব্যাখা করে বলেন যে, "এটা এ কারণে যে, দুষ্কৃতকারী দাড়ি বেড়ে উঠার সমস্ত কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। এটা সেই অপরাধের সমান যা আমরা কারো দৃষ্টি ছিনিয়ে নিলে বিবেচনা করি।"

স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি ঘটানো

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আল আনসারী বর্ণিত, " নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন-নুহবা এবং আল-মুথলা নিষেধ করেছেন।" [১১]

সুমরাহ এবং ওমরান বিন হুসেইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, "প্রত্যেক খুতবায় নবীজী আমাদেরকে দান করতে ও আল-মুথলা(আকার বিকৃতি) থেকে বেঁচে থাকার কথা না বলে শেষ করতেন না।" [১২]

ইবন আস শাকির হতে বর্ণিত, ওমর বিন আব্দুল আযিয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "দাড়ি কামানো হল মুথলা এবং নবীর নিষেধ করা কাজের একটি হল মুথলা"।

ইমাম ইবন হাজম রাহিমাহুল্লাহ , তাঁর বই 'মারাতিব আল-ইজমা' (ঐক্যমতের স্তর) এ উল্লেখ করেন," তাঁরা (আলেমগণ) একমত হয়েছেন যে, দাড়ি কামানো হল মুথলা এবং এটা অননুমোদিত।"

আলেমগণের কেউ কেউ দাড়ির ছেটে ছোট করাকে মুথলা বলেছেন, অনেকে গোঁফ কামিয়ে ফেলাকে মুথলা বলেছেন। একবার ভেবে দেখুন, সম্পূর্ণ দাড়ি কামিয়ে ফেলার মত অবস্থা সৃষ্টি হলে আলেমগণের বক্তব্য কি হতো? চেহারা হল মানুষের শরীরের সবচেয়ে সুন্দরতম অংশ এবং সৌন্দর্যের কেন্দ্র। চেহারা একটি সম্মানিত অংশ, একারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় সে যেন চেহারাকে এড়িয়ে চলে" আরেকটি বর্ণনায়, "সে মুখে আঘাত করবে না"। [১৩]

সুয়ায়েদ বিন মিকরিন একজন লোককে দেখলেন যে তার ছেলেকে মুখে আঘাত করছে (চড় মারছে), তিনি বলেন, "তুমি কি জানোনা যে সুরাহ (চেহারা) সম্মানিত?" (মুসলিম)

কি অদ্ভুত আজকের সমাজে আমাদের আচরণ যখন আমরা তাদের শেভ করা মসৃণ গাল দেখে অভিনন্দন জানিয়ে বলি, "কি মসৃণ !" (আরবিতে Na'eeman)

সমাজের নিকৃষ্ট লোকেরাও দাড়ি কামাতে লজ্জা বোধ করত !

এটা সহজেই অনুমিত যে প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণের কেউই কোনোদিন দাড়ি কামাননি। একবারও নয়। তৎকালীন মুসলিম শাসকেরা যাদের অনেকেই জাহেল ছিলেন তারা পর্যন্ত কোন দুস্কৃতিকারীকে শাস্তি দিতে হলে তার দাড়ি কামিয়ে দিতেন এবং গাধা বা অন্য কোন পশুর পিঠে চড়িয়ে শহরময় ঘুরিয়ে আনতেন, সেই নিচু লোকগুলো পর্যন্ত তাদের দাড়ি কামানো চেহারা দেখানোর এই শাস্তিকে খুবই লজ্জাজনক মনে করত ! কেননা, দাড়ি কামানো; এটা হচ্ছে মেয়েলি একটা স্বভাব। এই জন্যেই অনেক আলেম মতামত দিয়েছেন, "কাউকে লঘু শাস্তি দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হলে তার মাথা কামিয়ে দাও কিন্তু দাড়ি কামিও না।" কারণ, প্রকৃতপক্ষে দাড়ি কামানো হারাম । আমরা কি দেখি না, যখন ইহরামের সময় শেষ হয়ে আসে [১৪] তখন সুন্নাহ হচ্ছে মাথার চুল কামিয়ে ফেলা কিন্তু তখনও দাড়ি কামানো নয় ! সালফে সালেহীনগণের কঠোর অবস্থান ছিল সেই সকল লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে যারা কিনা নিজেদের দাড়ি কামিয়ে ফেলত। তাদেরকে অবিশ্বস্ত লোকে বলেই ইসলামে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দুসুকী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "একজন পুরুষের দাড়ি কামানো হারাম, আর যে এটা করে তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।"

লক্ষ্যণীয়, 'আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটানো'র মাঝে ফিতরাগত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণ; নখ কাটা, হজ্জের সময় মাথার চুল ফেলে দেয়া এবং বগল ও ব্যক্তিগত স্থানের চুল কাটা, খতনা করা ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো মানে 'আলাহর সৃষ্টির পরিবর্তন' নয়। কারণ এগুলো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই অনুমতি দিয়েছেন।

দাড়ি কামানোর একটি লুকানো কারণ। দেখতে কেমন লাগবে?

আল্লাহর কালামে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত,
"এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন**,** অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। **" (**তাগাবুন ৩**)**

যারা মুসলমানদের সম্পর্কে এরূপ বলে, "অবশ্যই তাদের চেহারা পরিষ্কার ও মসৃণ হওয়া উচিত" তাদের জেনে রাখা উচিত এই আয়াতটি যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন,
"হে মানুষ**,** কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল**?**
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন**,** অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।
কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না**..." (**সূরা ইনফিতার ৬**-**৯**)**

কাজেই আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ আমাদেরকে যে উত্তম আকৃতি এবং গঠন দান করেছেন তার পরিবর্তন-বিকৃতি সাধন করে কুৎসিত রূপ ধারণ করি। অথবা যারা মুসলমানদের মাঝে দাড়ি কামিয়ে ফেলার এই বাজে সংস্কৃতির প্রচার প্রসার করছে সেই লেজকাটা শেয়ালদের আরও জেনে রাখা উচিত, "শয়তান বললঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব।
তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং
তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব।
যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। " (নিসা ১১৮-১১৯)

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতই বোঝা গেল যে, দাড়ি মুণ্ডন করা আল্লাহর অবাধ্যতা এবং ফিতরাহগত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত একটি আচরণ। যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি দেননি, তা নিষিদ্ধ।

একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ও শয়তানের ধোঁকা

"কতক ব্যক্তিবর্গ এ অজুহাতে দাড়ি রাখে না যে, যদি আমরা দাড়ি রেখে কোন ত্রুটিপূর্ণ কর্ম করে বসি তবে তাতে দাড়িওয়ালাদের কুখ্যাতি এবং দাড়ির অমর্যাদা হবে। এ সকল ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম কি?"

[১৫]এসব ব্যক্তিবর্গের বাহ্যিক উদ্দেশ্য খুবই ভাল এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দাড়ির সম্মান। কিন্তু যদি একটি চিন্তা-ফিকর দ্বারা বিষয়টির যাচাই করা হয় তবে বুঝা যাবে যে, এই ধারণাও শয়তানের একটি চাতুরী। যাদ্বারা শয়তান অনেক লোককে ধোকা দিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত করেছে। একে একটি উদাহরণ থেকে বুঝে নিনঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে প্রতারণা করে যার কারণে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর কলংক হয়। যদি শয়তান তাকে এই পাঠ পড়িয়ে দেয় যে, তোমার কারণে ইসলাম এবং মুসলমান কলংকিত হচ্ছে। কাজেই ইসলামের সম্মান রক্ষার চাহিদা এই যে, তুম ইসলামই পরিত্যাগ করে(নাউযুবিল্লাহ) মুশরিক হয়ে যাও।

শয়তানের এই কুমন্ত্রণার কারণে কি তার ইসলাম পরিত্যাগ করা উচিত হবে? না, বরং তার অন্তরে যদি বস্তুতই ইসলামের প্রতি মাহাত্ম্য ও সম্মান বিদ্যমান থাকে, তবে সে কোন অবস্থাতেই ইসলামকে পরিত্যাগ করবে না; বরং উক্ত পাপগুলো থেকে দূরে থাকবে যা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কলংকিত করা অপরিহার্য হয়।

ঠিক একইভাবে যদি শয়তান এই কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয় যে, যদি তুমি দাড়ি রেখে পাপকর্ম সম্পাদন কর তবে দাড়িওয়ালাদের দুর্নাম হবে আর এ বিষয়টি দাড়ির মর্যাদার পরিপন্থী। এই শয়তানী কুমন্ত্রণার কারণে দাড়িকে বিদায় করে দেয়া যাবে না; বরং সাহসিকতার সঙ্গে কাজ নিয়ে উক্ত স্বয়ং উক্ত পাপকর্মগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে যা দাড়ির মাহাত্মের পরিপন্থী এবং যার দ্বারা দাড়িওয়ালাদের দুর্নাম হবে।

যাহোক এসব লোক কেন ইহা ফরয করে নিয়ে যে, আমরা দাড়ি রেখে নিজ মন্দ আমলকে পরিত্যাগ করবো না? যদি বস্তুতই তাদের অন্তরে এই ইসলামী বৈশিষ্টের মর্যাদা বিদ্যমান থাকে, তবে জ্ঞানবোধ ও দীনের চাহিদা এই যে, সে দাড়ি রাখবে এবং এতে দৃঢ় সংকল্প হবে। ইনশা'আল্লাহ এরপর তার থেকে আর কোন কবীরাগুনাহ সম্পাদিত হবে না। আর 'আ করতে থাকবে যে, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের এই ইসলামী বৈশিষ্টের সম্মান রক্ষা করার তাওফীক দেন।

সকল মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য যে, ইসলামী বৈশিষ্টকে নিজেও অক্ষুণ্ণ রাখবে এবং সামাজিক জীবনে একে জীবিত করার পূর্ণাংগ চেষ্টা চালাবে যাতে কিয়ামত দিবসে মুসলমানদের আকার আকৃতিতে তাদের হাশর হয়। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমতের পাত্র হতে পারে।

"হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সকল লোক জান্নাতে যাবে, তবে যে অস্বীকার করে নিয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) আরজ করলেন; অস্বীকার কে করে? ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার হুকুম পরিবর্তন করে সে অস্বীকার করে নিয়েছে।" (সহীহ বুখারী, ২খণ্ড, ১০৮২ পৃ)

ইসলামের কোন 'শিআর' তথা বৈশিষ্ট-চিহ্ন এর ঠাট্টা বিদ্রুপ করা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কুফরী, যার কারণে মানুষ ঈমান থেকে বের হয়ে যায়। আর এই বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িকে ইসলামের শিআর তথা বিশেষ চিহ্ন এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর সর্বসম্মত সুন্নাত বলেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক স্বভাবগত সুন্দর আকৃতিকে কদাকৃতিতে রূপান্তরের ভিত্তিতে দাড়ি থেকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, তার বন্ধু বান্ধবদের থেকে কেউ যদি তার দাড়ি রাখা থেকে বিরত রাখে, এর প্রতি ভর্ৎসনা করে এবং যারা পাত্রকে দাড়ি মুণ্ডানো ব্যতীত মেয়ে বিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়, এই সকল লোকের স্বীয় ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়। তাদের তাওবা অপরিহার্য ।

দীনের বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে কুফর(অবিশ্বাস) [১৬]

"কিছু লোক দাড়ির ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং একে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, যদি তার সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জনের কেউ দাড়ি রাখতে চায়, তবে সে তাকে বিরত রাখে এবং বিদ্রুপ করে। আর কতক লোক বিয়ে-শাদীতে পাত্রকে দাড়ি মুণ্ডানো থাকার শর্ত আরোপ করে। এ শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম কি?"

দাড়ি কিংবা দ্বীন ইসলামের যে কোন বিষয় নিয়ে হাসি তামাশা করা

যে রাসূলের দীনের কোন বিষয় নিয়ে হাসি তামাশা করে অথবা আল্লাহর কোন পুরস্কার কিংবা শাস্তি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে সে কুফরি (অবিশ্বাস) করল। [১৭]

ইসলাম ত্যাগ তথা মুরতাদ হয়ে যাবার ষষ্ঠ প্রকার (আলোচিত বই, 'ইসলাম ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ') হল, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মধ্যে কোন কিছু কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কোনকিছু, এমনকি সাধারণ সুন্নাহ'র অন্তর্গত কোন বিষয় অথবা যে বিষয়গুলোতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে সেগুলো যেমন মিসওয়াক, গোঁফ ছাটা, বগলের চুল অপসারণ করা, নখ কাটা ইত্যাদির কোন একটি নিয়ে হাসি তামাশা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। যদি কোন ব্যক্তি এগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে তবে সে একজন মুরতাদ হয়ে যায়। এ বিষয়ের সাক্ষ্য আল্লাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা নিজেই তার কালামে বলেছেন:

"আর যদি তুমি(নবী) তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?
ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। " [১৮]

কাজেই যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর কোন বিষয় (হোক তা উৎসাহজ্ঞাপক কিংবা বাধ্যতামূলক কোন কিছু) নিয়ে তামাশা করে সে একজন মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগী ব্যক্তি ।কাজেই তার ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিবেন যে বলছে, "দাড়ি বড় করা, গোঁফ ছেটে রাখা, বগলের চুল অপসারণ করা, আঙ্গুলের গিরায় পানি দেয়া, এগুলো তুচ্ছ বিষয় !" এগুলো বলার অর্থ হল হাসি তামাশা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই।

যখন কেউ এধরণের কথা বলে আর সে জানে (এটা দীনের অন্তর্গত একটি বিষয়), তখন সে মুরতাদ হয়ে যায়; কারণ এর দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাকিছু নাযিলকৃত হয়েছে তাকে ছোট করে দেখা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাকে বড় করে দেখা ফরয।

এমনকি যদি কোন ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, এরপরও তাকে রাসুলুল্লাহর(সা) প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, তার কথাকে সম্মান দেখাতে হবে। সে কখনো বলতে পারে না, "এগুলো তুচ্ছ বিষয় !"

আল্লাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা বলেন: "আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। " [১৮]

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

ইবনে ওমর, মুহাম্মদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, [তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে] তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বলল, এ কারীদের [কুরআন পাঠকারীর] মত এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; এবং তাঁর সাহায্যকারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলো। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। কারণ, তুমি মুনাফেক।' আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর জানাবো।

আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী [অর্থাত্ আওফ পৌঁছার পূর্বেই ওহির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন] এ ফাঁকে মুনাফেক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে আসল।

তারপর সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মত পরস্পরের হাসি, রং-তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর রা. বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিল, আর সে বলছিল, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে এই আয়াত শুনিয়ে দেন, "আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। "

আল্লাহর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন, "ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। " এটা প্রমাণ করে যে, উপহাস করে সেই কথাগুলো বলার আগ পর্যন্ত তারা মুসলিম ছিল কিন্তু যখন তারা দীনের বিষয়াদি নিয়ে হাসি তামাশা করল, তারা মুরতাদ হয়ে গেল, যদিও তারা বলল তারা কেবল নির্দোষ রসিকতা করার জন্যেই কথাগুলো বলেছিল, উপহাসের সুরে নয়। এর কারণ, দীনের কোন বিষয় হাসি তামাশার বস্তু নয়। কাজেই স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কাফের ঘোষণা করেছেন ঈমান আনার পরে। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এটা আরও প্রমাণ করে, যে আল্লাহকে, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, কুর'আনের যেকোন অংশ অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর কোন কিছুকে অবজ্ঞা অপমান করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি যদি সে নির্দোষ কৌতুকচ্ছলেও তা বলে থাকে।

কোথায় তারা যারা বলে যে তারা মুরতাদ হয় না কারণ তারা অন্তরে তা পোষণ করে না ? তারা বলে, "যদি কেউ আল্লাহ, রাসূল অথবা কুর'আনের অপমান করে কথা বলে আমরা তার কথা কিংবা কাজের উপর ভিত্তি করে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার করতে পারিনা"। তাদের এই কথার কি ভিত্তি বা উৎস আছে ? আল্লাহ স্বয়ং তাদের বিচার করে মুরতাদ ঘোষনা করেন যখন তারা বলছিলো,

"আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।"

তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছিল, তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল কিন্তু এরপরেও যখন তারা ঐ কথাগুলো উচ্চারণ করল আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, "ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। "

এবং তিনি একথা বলেননি, "যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাস করতে"। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

কাজেই এটা বাধ্যতামূলক, আমরা প্রতিটি বস্তুকে তার নিজ নিজ সঠিক স্থানে রাখব, নিজেদের খেয়াল খুশিমত কোন কিছু যোগ বিয়োগ করব না। তার কি বিশ্বাস করেছিলো সে বিষয়ে আল্লাহ জানতে চাননি, তারা কি বিশ্বাস করেছিলো তা উল্লেখও করেননি, বরং তিনি নিজেই তাদের ঈমানদার হবার পরে আবার মুরতাদ হয়ে যাবার কথা উল্লেখ করেছেন,

"ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। "

যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ ধরণের কুফরি কথা বলে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। যদি তাকে এ ধরণের কথা বলতে বাধ্য করা হয় ৬ তাহলে সে এক্ষেত্রে ধর্মত্যাগীদের অন্তর্গত নয়।

---

[১৮]"আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।" (সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬)

[১৬] দীনের বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে কুফর(অবিশ্বাস)
'ইসলাম ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ' পৃ (৪১-৪৬)
ব্যাখ্যাঃ শায়খ সালিহ আল ফাওযান

একটি ঘটনা

আবু জায়দ আল আনসারি হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথায় এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে দুয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ ! তাকে সুদর্শন বানিয়ে দিন" এবং এরপরে যখন তাঁর বয়স একশ'রও বেশি হয়ে যায় তখনও তাঁর দাড়িতে একটিও সাদা চুল দেখা যায়নি, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল চিরসবুজ, হাসিখুশি এবং কখনো মলিন বা বিষন্ন দেখাতো না, আমৃত্যু তিনি এরকম ছিলেন। (আল বায়হাকি একে সহীহ বলেছেন, তিরমিযি হাসান বলেছেন)

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি , তিনি যেন আমাদেরকে সত্য পথ দেখান এবং সকল মুসলিমদেরকে হেদায়াতের পথে চলার তাওফিক দান করেন। মিথ্যা এবং বাতিলকে পরিষ্কার করে দিন এবং আমাদের তা থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের নফসের কামনা বাসনা যা আমাদের ভুল পথে চালিত করে তার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই এবং তাঁরই নিকট তাওবা করি। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য । আমিন।

পরিশিষ্ট

[১] আহমাদ, তিরমিযী, শায়খ আলবানী সিলসিলাত আল হাদীস আস সহীহ, হাদীস নং ১৪৪১
[২] বুখারী, ১ম খণ্ড
[৩] মুসলিম; বুখারী, ৯ম খণ্ড, ৩৯১
[৪] বয়সন্ধিকালীন বালক
[৫] বুখারী, ৭ম খণ্ড, ৮২২
[৬] তাফসীর আত-তাবারী অনুসারে
[৭] হাসান, সহীহ আল জা'মে ৫৪৩৯
[৮] মুসলিম, হাদীস ৫৯২
[৯] [আহমাদ, তিরমিযি, নাসায়ী] শায়খ আলবানী একে সহীহ বলেছেন।
[১০] ht t p://www.i sl amqa.com/en/r ef /98500 শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
[১১] বুখারী, ৭ম খণ্ড, ৪২৫
[১২] হাদীসটি হাসান
[১৩] বুখারী, ৩য় খণ্ড, ৭৩৪
[১৪] ইহরাম, আক্ষরিক অর্থ 'কোন হারাম স্থানে প্রবেশ করা'। সুন্নাহ অনুসারে হজ্জের একটি রীতিনীতি।
[১৫] উম্মতের মতবিরোধ ও সরল পথ - শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ
[১৬] দীনের বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে কুফর(অবিশ্বাস)
'ইসলাম ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ' পৃ (৪১-৪৬)
ব্যাখ্যাঃ শায়খ সালিহ আল ফাওযান
[১৭] শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব, শায়খ সালিহ আল ফাওযান

[১৮]"আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার।" (সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- "The Beard. Why ?"-মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল; দার আল-বুখারী প্রকাশনা
- "দাড়ি, সালাফ এবং খালাফদের দৃষ্টিকোণ" - মুহাম্মদ আল জিবালি
- "ইসলাম ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ"
- "উম্মতের মতবিরোধ ও সরল পথ" - শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ